যায়যায়দিন

তারিখ 11 MAR 2007
পৃষ্ঠা ৪২ কলাম ৪

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভুয়া শিক্ষার্থী টনক নড়েছে কর্তৃপক্ষের

পলাশ সরকার

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে একের পর এক ভুয়া শিক্ষার্থী ধরা পড়ায় টনক নড়েছে কর্তৃপক্ষের। বহুদিন ধরেই এক শ্রেণীর অসৎ কর্মচারী, অফিসার এবং শিক্ষক অর্থের বিনিময়ে ভর্তি ব্যবসা চালাচ্ছিল। এদের রয়েছে বিশাল একটি সিন্ডিকেট। গত কয়েকদিনে ধরা পড়ে এ রকম বেশ কয়েকজন অবৈধ শিক্ষার্থী এবং তাদের সহযোগী কয়েক কর্মচারী।

চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটিতে ২ হাজার ৪০০ জাল সনদপত্র বাতিলের রেশ কাটতে না কাটতে এবার ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভুয়া শিক্ষার্থী ধরা পড়ায় এ ইউনিভার্সিটির সুনামের বিষয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ইউনিভার্সিটির ভিসি প্রফেসর ড. এস এম এ ফায়েজ এ ধরনের ভুয়া শিক্ষার্থী আছে কি না খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন সংশ্লিষ্টদের। গতকাল তিনি বিভিন্ন অনুষদের ডিনকে ডেকে গত দু'বছরে এ ধরনের কোনো ভুয়া শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে কি না সে বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ দেন।

জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার ইউনিভার্সিটির অর্থনীতি বিভাগে আবারো ধরা পড়ে চার ভুয়া শিক্ষার্থী। নাম্বারপত্র যাচাই-বাছাই করে বিভাগীয় চেয়ারম্যান প্রফেসর ফরীদ উদ্দীন আহমেদ বিষয়টি নিশ্চিত পৃঃ ২১ কঃ ৪

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভুয়া শিক্ষার্থী

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হয়েছেন। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, প্রশাসনিক ভবনের ভর্তি শাখার এক কর্মচারী এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত। তিনি বিভিন্ন কর্মকর্তার স্বাক্ষর নকল করে এ চারজনকে পুনর্ভর্তি দেখিয়ে এ বিভাগে ভর্তি করান।

এর আগে গত মঙ্গলবার একই বিভাগে ধরা পড়ে আরো দুই ভুয়া শিক্ষার্থী। বিভাগের চেয়ারম্যান প্রথম বর্ষের একটি ইনকোর্স পরীক্ষা নিতে এসে নামের তালিকার সঙ্গে এ দু'জনের নামের অমিল দেখতে পান। পরে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, এর আগে এ নামের দুই শিক্ষার্থী মাইগ্রেশন করে ভিন্ন বিভাগে ভর্তি হয়। পরে এ দু'জনকে আগের দুই মাইগ্রেট শিক্ষার্থীর বদলে এখানে ভর্তি করা হয়। এখানেও জড়িত রয়েছেন অর্থনীতি বিভাগ এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের দুই অফিসার। এ দুই শিক্ষার্থী স্বীকারোক্তিতে বলে, এ ভর্তির সঙ্গে জড়িত রয়েছে বিশাল একটি সিন্ডিকেট। যারা দুই থেকে আড়াই লাখ টাকার বিনিময়ে অবৈধভাবে শিক্ষার্থী ভর্তি করে থাকে। এর আগে গত বছর লোক প্রশাসন বিভাগে ধরা পড়ে ১১ ভুয়া শিক্ষার্থী। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিস এ বিষয়টি ধরে। এ নিয়ে পাচ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করা হয়। সে সময় বিভাগের চেয়ারম্যান দাবি করেছিলেন, এর সঙ্গে তার বিভাগের কোনো শিক্ষক দায়ী নয়। বরং প্রশাসনিক ভবন থেকে এ ধরনের ভর্তি হতে পারে।

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে একজন শিক্ষার্থীর ভর্তির নথিপত্র বিভিন্ন অফিসে পাঠানো হয়ে থাকে। এর মধ্যে রয়েছে ভিসি অফিস, রেজিস্ট্রার অফিস, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিস, সংশ্লিষ্ট বিভাগ, হল, লাইব্রেরি, প্রশাসনিক ভবনের একাডেমিক শাখা এবং বৃত্তি শাখায়। কাউকে অবৈধভাবে ভর্তি হতে হলে তাকে এসব প্রক্রিয়ার মধ্যে যেতে হবে।

আর এটি পরিষ্কার, এক ব্যক্তির সহযোগিতায় অবৈধভাবে ভর্তি হওয়া সম্ভব নয়। মূলত মাইগ্রেশনের সময় অর্থাৎ একজন শিক্ষার্থী যখন বিভাগ পরিবর্তন করে তখন আগের বিভাগটির শূন্য স্থানে অবৈধভাবে এ শিক্ষার্থী ভর্তি করানো হয়ে থাকে।

ভুয়া ভর্তির বিষয়ে বিজনেস অনুষদের ডিন প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম বলেন, এ ফ্যাকাল্টিতে ভর্তির ব্যাপারে আমরা খুব সচেতন। প্রতিটি কাগজপত্র আমরা ভালো করে যাচাই বাছাই করি।

তিনি বলেন, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যানকে ইতিমধ্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে গত দু'বছরের ভর্তি প্রক্রিয়া যাচাই করে দেখার জন্য।

ইউনিভার্সিটির ভিসি প্রফেসর এস এম এ ফায়েজ সাংবাদিকদের বলেন, এ বিষয়গুলো খতিয়ে দেখতে তিনি সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন। এর সঙ্গে জড়িতদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান তিনি।